তারিখ ... 6 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম .... ২ ......

[redacted] গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় [redacted]

নানা সংকটে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) উপজেলা সংবাদদাতা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চবিদ্যালয় পরিচালনায় সরকার দলীয় এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যানের রশি টানাটানিতে শিক্ষক সংকটের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিমাসে বিদ্যালয় ফান্ড থেকে প্রায় লাখ টাকা খরচ করে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিলেও বিভিন্ন কারণে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এসব খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে সরকার দলীয় কোন কোন নেতার সুপারিশে। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। এই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য ২২ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৬ জন। গত ৮ বছরে ১৬ জন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করলেও বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ দিনেও শিক্ষক আর নিয়োগ করা হয়নি। এর অন্যতম কারণ হলো বিদ্যালয়ে নিয়মিত কমিটি না থাকা। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতির পদ নিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। গত ২০১২ সালের ১৬ এপ্রিল বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২ এপ্রিল নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের প্রথম সভায় গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদকে সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করা হলে স্থানীয় এমপি নাখোশ হন। তিনি সভাপতি হওয়ার জন্য ডিও প্রদান করে ব্যর্থ হন। এরপর ১২ জুলাই শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে গাইবান্ধার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করলে নির্বাচিত কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন করেন। বিজ্ঞ আদালত রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন। এদিকে এ ধরনের জটিলতার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগসহ স্বাভাবিক কার্যক্রম সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় এলাকায় অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক অভিভাবকই এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ভোট দিয়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য করে কি লাভ হলো? তারা দ্রুত নির্বাচিত কমিটির হাতে ক্ষমতা দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাসহ স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করার দাবি জানান। এ ব্যাপারে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ বলেন শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিপত্র অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য উপজেলার ৪টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারেন না। কিন্তু গাইবান্ধা-৪ গোবিন্দগঞ্জ আসনের এমপি মনোয়ার হোসেন চৌধুরী সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ৫টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মহিমাগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজ (ডিগ্রী), কামদিয়া ডিগ্রী কলেজ। তারপরেও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি নির্বাচিত কমিটির বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্র করছেন। পক্ষান্তরে আমি শুধু গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি তাও অভিভাবকদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যরা আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। তাই আমি হাইকোর্টে এ ব্যাপারে রিট করেছি। এই রিটের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটি স্থগিত ঘোষণা করেছে। আর যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি স্থগিত হয়েছে, সেহেতু আমার কমিটি বৈধ। এ ব্যাপারে গাইবান্ধা-৪ গোবিন্দগঞ্জ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য প্রকৌশলী আলহাজ্ব মনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ২টির বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভাপতি হতে পারেন না। অথচ ২২ এপ্রিল বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে সভাপতি হওয়ার দিনেও তিনি ৩টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। যদিও তিনি শহরগাছি মডেল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে তার সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এটাও বিধিসম্মত হয়নি। তাকে বোর্ডের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে হতো। তাই যেহেতু তিনি রিট করেছেন তাই এর রায় হলে এই বিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে।

অভিভাবক মহলে বিরাজ করছে ক্ষোভ